ফার্স্ট পারসন শুটার গেমের মধ্যে কল অব ডিউটি সিরিজের নাম আসে সবার প্রথমে। দুর্দান্ত অ্যাকশন ও অ্যাডভেঞ্চারে ভরা এ সিরিজের গেমগুলো শুটিং গেমভক্তদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। মডার্ন ওয়ারফেয়ার ৩ গেমটি কল অব ডিউটি গেম সিরিজের অষ্টম গেম। গেম সিরিজটির সাব সিরিজ হচ্ছে মডার্ন ওয়ারফেয়ার। এ সাব সিরিজে এ নিয়ে বের হলো তিনটি গেম। গেম তিনটিই একটি কাহিনীর ধারাবাহিকতায় রচনা করা হয়েছে। গেমটি ডেভেলপ করায় ইনফিনিটি ওয়ার্ড ও স্লেজহ্যামার গেমসের পাশাপাশি র‍্যাভেন সফটওয়্যার নামের প্রতিষ্ঠানও সাহায্য করেছে। গেমটির মূল পাবলিশার অ্যাকটিভিশন, তবে জাপানে পাবলিশ করেছে স্কয়ার ইনিক্স। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে এমডব্লিউথ্রি নামের গেম ইঞ্জিন। গেমটি মুক্তি পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বাজারে গেমটির ৬.৫ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে, যার মূল্যমান প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

নতুন গেমটি পূর্ববর্তী গেম মডার্ন ওয়ারফেয়ার ২-এর সিক্যুয়াল। যারা আগের গেম খেলেননি, তাদের জন্য কাহিনী বুঝতে সমস্যা হবে। মূলত গেমের কাহিনী বোঝার জন্য এ সাব সিরিজের প্রথম থেকেই খেলে আসতে হবে। ক্যাম্পেইন মোডে গেমপ্লেতে তেমন একটা পরিবর্তন আনা হয়নি। অনেক গেমার হতাশ হয়েছেন ক্যাম্পেইন মোডে গেমটি অনেক কম সময়ের বলে। কারণ গেমটি ৭-৮ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করা সম্ভব। চার ডিভিডির গেম যা প্রায় ১৬ গিগাবাইট জায়গা দখল করে সে গেম এত তাড়াতাড়ি শেষ হলে কার না মন খারাপ হবে? ক্যাম্পেইন মোডে আসলে তেমন একটা জোর না দিয়ে গেমটি ডেভেলপ করা হয়েছে মাল্টিপ্লেয়ার মোড ও কো-অপারেটিভ মোডকে জোর দিয়ে। কো-অপারেটিভ মোডটি নতুন সংযোজিত হয়েছে সারভাইভাল মোড নামে। সর্বোচ্চ দু'জন একসাথে খেলা যাবে এ মোডে। এ মোডে একের পর এক শত্রু আসতেই থাকবে, তাদের সাথে লড়াই করতে হবে এবং প্রতি ওয়েভে শত্রুপক্ষ আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আগের গেম ওয়ার্ল্ড অ্যাট ওয়ারের নাৎসি জম্বি মোডের সাথে নতুন এ সারভাইভাল মোডের তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু আগের গেমে জম্বিরা কিছু নির্দিষ্ট পজিশন থেকে আক্রমণ করত, কিন্তু সারভাইভাল মোডে শত্রুপক্ষের ট্যাকটিক্যাল পজিশন ভালো করা হয়েছে। মাল্টিপ্লেয়ারে গেমটির আসল মজা লুকিয়ে রয়েছে। যাদের ইন্টারনেট কানেকশন নেই এবং মাল্টিপ্লেয়ার মোডে খেলতে পারবেন না তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া কিছুই করার নেই। মাল্টিপ্লেয়ারে দুটি নতুন মোড দেয়া হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে কিল কনফার্মড, যাতে মৃত শত্রু সৈন্যের লাশ থেকে ডগ ট্যাগ সংগ্রহ করতে হবে এবং অপরটি হচ্ছে টিম ডিফেন্ডার, যাতে ফ্ল্যাগ সংগ্রহ করা নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

গেমটির ভালো দিকের মধ্যে রয়েছে রোমহর্ষক গেমপ্লে, দুর্দান্ত অ্যাকশন, প্রাণবন্ত গ্রাফিক্স ও শব্দশৈলি এবং বেশ কয়েকটি মাল্টিপ্লেয়ার মোডের উপস্থিতি। গেমের ত্রুটিগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে গেমের গেমপ্লে আগের গেমের মতোই, যার ফলে গেমের গেমপ্লেতে কোনো নতুনত্ব নেই। সিঙ্গেল প্লেয়ার মোডে খেলার সময় কাহিনী বোঝার জটিলতা নতুন গেমারের জন্য বিরক্তির কারণ হতে পারে, তবে আগের দুটি গেম খেলে থাকলে সমস্যা হবে না। তবে যাই বলা হোক না কেনো, ফার্স্ট পারসন শুটিং গেমারদের কাছে গেমটি বেশ নাম করেছে, যার প্রমাণ গেমটির স্কোর রেটিংয়ে বিভিন্ন সমালোচক ও গেমারদের চোখে ৮০-৯০ ভাগ স্কোর করেছে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ই৪৩০০ ১.৮ গিগাহার্টজ বা এএমডি এথলন ৬৪ এক্সটু ডুয়াল কোর ৪০০০+, মেমরি : ২ গিগাবাইট, গ্রাফিক্স হার্ডওয়্যার : ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড ভিডিও কার্ড (এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৬০০জিটি/এটিআই রাডেওন এক্স১৯৫০) ও হার্ডডিস্ক স্পেস : ১৬ গিগাবাইট।

শুটিং গেমের জগতে কল অব ডিউটি সিরিজের প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে ব্যাটলফিল্ড সিরিজের গেম। ব্যাটলফিল্ড সিরিজের গেম বের হলো তিনটি এবং এক্সপানশনসহ সর্বমোট ৮টি। প্রথম পর্বের দুটি এক্সপানশন হচ্ছে দ্য রোড টু রোম ও সিক্রেট ওয়েপনস অব ওয়ার্ল্ড ওয়ার ২ এবং দ্বিতীয় পর্বের এক্সপানশন তিনটি হচ্ছে স্পেশাল ফোর্সেস, ইউরো ফোর্সেস ও আর্মোরড ফিউরি। মূল সিরিজের বাইরে বের হওয়া কয়েকটি গেমের মধ্যে রয়েছে-ব্যাটলফিল্ড ভিয়েতনাম, মডার্ন কমব্যাট, ব্যাটলফিল্ড ২১৪২ ও ব্যাটলফিল্ড ১৯৪৩। ব্যাটলফিল্ড সিরিজের সাব সিরিজ হিসেবে রয়েছে ব্যাড কোম্পানি সিরিজ, যার দুটি গেম বের হয়েছে। গেমটি ডেভেলপ করেছে ইলেকট্রনিক আর্টস ডিজিটাল ইল্যুশন্স সিই এবং পাবলিশ হয়েছে ইলেকট্রনিক আর্টসের ব্যানারে। গেমটি ডেভেলপ করা হয়েছে ফ্রস্টবাইট ২ নামের গেম ইঞ্জিন দিয়ে। গেমটি বের হওয়ার প্রথম সপ্তাহে ৫ মিলিয়ন কপির বেশি বিক্রি হয়েছে।

গেমটির শুরু হয়েছে ২০০৫ সালে মুক্তি পাওয়া ব্যাটলফিল্ড ২ গেমের কাহিনীর সূত্র ধরে। ক্যাম্পেইন মোডে গেমটিতে কিছু আলাদা পারসোনা সিলেক্ট করে খেলার সুবিধা রাখা হয়েছে। বিভিন্ন মিলিটারি পারসোনার মধ্যে রয়েছে-ইউএসএমসি রিকোনাইসেন্স অফিসার, এফ-১৮ সিস্টেমস অফিসার, এমওয়ানএটু অ্যাব্রামস ট্যাঙ্ক অপারেটর ও স্পেটসন্যাজ অপারেটিভ। গেমে ব্যবহৃত লোকেশনগুলো হচ্ছে-তেহরান, প্যারিস, সুলাইমানিয়া, নিউইয়র্ক, ওয়েক আইল্যান্ড, ওমান এবং আরো কিছু এলাকা। মূলত গেমের পটভূমি টানা হয়েছে ২০১৪ সালের ইরান-ইরাক বর্ডারের যুদ্ধ নিয়ে, যে যুদ্ধের রেশ প্যারিস হয়ে নিউইয়র্ক পর্যন্ত গড়াবে। গেমের শুরু হয়েছে সার্জেন্ট ব্ল্যাকবার্নের কাহিনী নিয়ে, যা শেষের দিকে দিমিত্রি মায়াকোভস্কির দিকে ধাবিত হয়েছে। আলাদা আলাদা ইউনিটের কম্বিনেশনে গেমটি খেলার ব্যবস্থা রাখায় গেমটি সিঙ্গেল প্লেয়ার, কো-অপারেটিভ ও মাল্টিপ্লেয়ার সব মোডেই বেশ চমৎকারভাবে খেলা সম্ভব হয়েছে। গেমের গেমপ্লেতে বেশ নতুনত্বের ছোঁয়া থাকায় অনেকেই মডার্ন ওয়ারফেয়ার ৩ গেমটির চেয়ে এটির গেমপ্লেকে ভালো বলে মন্তব্য করেছেন। ব্যাটললগ নামের ক্রস-প্লাটফর্ম সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সার্ভিসের সাহায্যে বিল্ট-ইন টেক্সট মেসেজিং, ভয়েস কমিউনিকেশনস ও গেম স্ট্যাটিস্টিকস বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যাবে, যা গেম খেলার স্বাদ বহুগুণে বাড়িয়ে তুলবে। মাল্টিপ্লেয়ার মোডে অ্যাসাল্ট, সাপোর্ট, ইঞ্জিনিয়ার ও রেকন-এ চারটি চরিত্রে খেলার সুযোগ রয়েছে।

ব্যাটলফিল্ড ৩ গেমটি শুধু ডিরেক্ট এক্স ১০ ও ১১ সাপোর্টে চলে, তাই তা ডিরেক্টএক্স ৯ সাপোর্টেড উইন্ডোজ এক্সপিতে চলবে না। গেমটি খেলার জন্য ভিসতা সার্ভিস প্যাক ২ ব্যবহার করতে হবে। উইন্ডোজ সেভেন ৬৪ বিট অপারেটিং সিস্টেমে গেমের আসল স্বাদ উপভোগ করা যাবে। ক্যাম্পেইন মোডের দিক থেকে তুলনা করলে মডার্ন ওয়ারফেয়ারের চেয়ে ব্যাটলফিল্ড ৩ গেমের গেমপ্লে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। মডার্ন ওয়ারফেয়ারের ড্রাম বিট, অ্যাকশন মুভি ধাঁচের পরিবেশ ও অগণিত শত্রুপক্ষ গেমটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। মাল্টিপ্লেয়ার মোডে ব্যাটলফিল্ড ৩ কল অব ডিউটিকে মাত দিয়েছে। গেম উপস্থাপনের ক্ষেত্রে দুটি গেমই ড্র করেছে বলা যায়, কারণ গ্রাফিক্স কোয়ালিটির দিক থেকে কেউই কারো চেয়ে কম নয়। ব্যাটলফিল্ডের কো-অপারেটিভ মোড মডার্ন ওয়ারফেয়ারের চেয়ে কিছুটা দুর্বল। সহজ কথায় বলতে গেলে গেম দুটির কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা গেম দুটিকে ভিন্ন করে তুলেছে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.৪ গিগাহার্টজ/এএমডি এথলন এক্সটু ৪৮০০+, মেমরি : ২ গিগাবাইট, গ্রাফিক্স হার্ডওয়্যার : ৫১২ মেগাবাইট (ন্যূনতম এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৮০০ জিটি/এটিআই রাডেওন এইচডি ৩৮৭০) ও হার্ডডিস্ক স্পেস : ২০-২৫ গিগাবাইট।

২০১১ সালের গেমগুলোর মধ্যে ব্যাটম্যান আর্কহাম সিটি নিজের স্থান শীর্ষের দিকে পাকাপোক্ত করে নিয়েছে অসাধারণ গেমপ্লে ও কাহিনীর মাধ্যমে। ২০০৯ সালে বের হওয়া এ সিরিজের প্রথম গেম আর্কহাম অ্যাসাইলাম গেমের দারুণ সফলতার পর নতুন এ গেমটিও সবার মন জয় করে নিয়েছে। অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার, স্টিলথ ও ক্লোজ কমব্যাটের অসাধারণ সংমিশ্রণের এ গেমটি ডেভেলপ করেছে রকস্টেডি স্টুডিওস। গেমটির আইওএস প্লাটফর্ম ভার্সন অবমুক্ত করেছে নেদাররেলম স্টুডিওস। নতুন গেমিং কনসোল নিনটেন্ডো উইই ইউয়ের জন্য ২০১২ সালে বের হতে যাচ্ছে গেমটির আরেকটি ভার্সন। গেমটির মূল পাবলিশার ওয়ার্নার ব্রাদার্স ইন্টার-অ্যাকটিভ এন্টারটেইনমেন্ট এবং জাপানে পাবলিশ করেছে স্কয়ার ইনিক্স। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে আনরিয়েল ইঞ্জিন ৩। গেমটির শুধু সিঙ্গেল প্লেয়ার মোড রয়েছে।

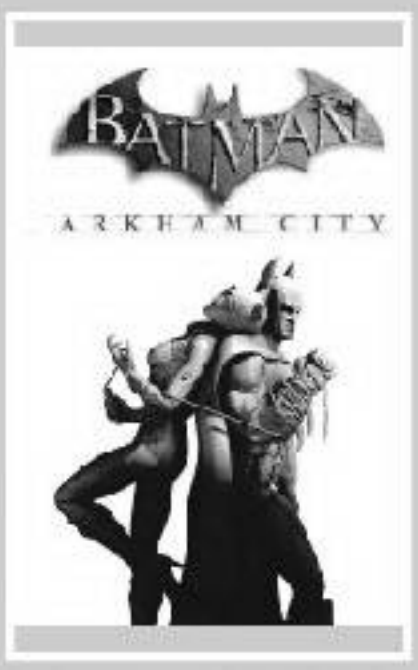

গেমের প্রথমে দেখা যাবে হুগো স্ট্রেঞ্জ নামের এক ডাক্তার ব্যাটম্যানের গোপন পরিচয় জেনে যাবে এবং তাকে অপহরণ করবে ব্রুস ওয়েন রূপে থাকা অবস্থায়। হুগো ব্রুসকে বলে পালানোর চেষ্টা করলে তার গোপন পরিচয় সবার সামনে ফাঁস করে দেবে। ব্রুসকে বন্দি থাকতে হবে তার প্রটোকল ১০ নামের প্রজেক্ট সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত। এরপর তাকে বন্দি করে পাঠানো হবে আর্কহাম সিটি নামের বিশাল কারাগারে, যা কি না আর্কহাম অ্যাসাইলামের চেয়েও ৫ গুণ বড়। গোথাম সিটির সবচেয়ে কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের রাখা হয়েছে এ জেলখানায়। জেলে থাকা অবস্থায় মি. পেঙ্গুইন ব্রুসকে মারতে এলে হাতাহাতি শুরু হয় এবং এতে সে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। পরে বাটলার আলফ্রেডের সহায়তায় এয়ারড্রপের মাধ্যমে ব্যাটস্যুট ও গ্যাজেট আনিয়ে নিয়ে ব্যাটম্যান সেজে প্রটোকল ১০-এর রহস্য উদঘাটন করার কাজে নামতে হবে। ব্যাটম্যান রূপে আসার পর প্রথম কাজ হবে ক্যাটওম্যানকে টু-ফেসের হাত থেকে। জোকার টাইটান ফর্মুলা নামের এক বিষাক্ত উদ্ভিদে আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। রোগের কোনো প্রতিষেধক না পেয়ে সে একটি চাল চালবে। ব্যাটম্যানকে ফাঁদে ফেলে তার নিজের বিষাক্ত রক্ত সে ব্যাটম্যানের শরীরে দিয়ে দেবে যাতে ব্যাটম্যান নিজে বাঁচার জন্য এর প্রতিষেধকের খোঁজ বের করে। ব্যাটম্যান প্রতিষেধকের খোঁজ পেলে জোকার তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার ফন্দি আঁটে।

টাইটান ফর্মুলার আসরে ব্যাটম্যানের জীবনীশক্তি কমতে থাকবে। তার হাতে সময় থাকবে মাত্র ২৪ ঘণ্টা। এ ফর্মুলা নিয়ে ড. ফ্রিজ গবেষণা করছিল। তাই ব্যাটম্যান তাকে খুঁজে বেড়াবে। ড. ফ্রিজকে বন্দি করে পেঙ্গুইন তার শক্তিশালী অস্ত্রগুলো ছিনিয়ে নিয়ে আর্কহাম সিটিতে রাজত্ব করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। তাকে হারিয়ে ব্যাটম্যান উদ্ধার করে ড. ফ্রিজকে। কিন্তু ফ্রিজ জানায় এ বিষের অ্যান্টিবডি বহু আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাটম্যান মনে করিয়ে দেয় ৬০০ বছর ধরে বেঁচে থাকা রাস আল গুল নামের এক ভিলেন বা রাক্ষসের রক্তের মধ্যে আছে এ বিষের অ্যান্টিবডি। তাই মৃত্যুর সাথে লড়তে লড়তে সে গিয়ে পৌঁছায় গুলের আস্তানায়। সেখানে ব্যাটম্যান তার পুরনো প্রেমিকা টালিয়ার দেখা পায় যে কি না গুলের মেয়ে ও এসাসিনদের সর্দারনী। গুলের সাথে ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের পর তাকে হারিয়ে তার রক্ত নিয়ে সে দেবে ফ্রিজকে। কিন্তু ফ্রিজের স্ত্রীকে জোকার কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়। তাই ফ্রিজ শর্ত রাখে তাকে উদ্ধার করে না দিলে সে ব্যাটম্যানকে প্রতিষেধক দেবে না। তারপর ফ্রিজের সাথেও লড়াই করতে হবে। তাকে হারিয়ে জোকারের আস্তানায় গিয়ে তার সাথে খোঁজাখুঁজি করতে হবে। প্রতিষেধকের ফলে ব্যাটম্যান রক্ষা পেয়ে যাবে, কিন্তু জোকারকে বাঁচাতে পারবে না ব্যাটম্যান। জোকারের পালা শেষে হুগোর পালা আসবে। এখনো সমাধান হয়নি প্রটোকল ১০-এর। যতই এগোবে রহস্যের জাল ততই জড়িয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন বাজি রেখে ব্যাটম্যানকে হুগোর পরিকল্পনা মাটি করতে হবে।

গেমের মজার ব্যাপার হচ্ছে গেমে মেইন প্লট একটি, কিন্তু প্রতিটি সাইড মিশন আলাদা আলাদা প্লটে সাজানো। গেমে সারা শহরে ছড়ানো রিডলারের ধাঁধার সমাধান করতে হবে এবং সংগ্রহ করতে হবে ট্রফি। এতে করে আনলক হবে কনসেপ্ট আর্ট, থ্রিডি ক্যারেক্টার মডেল, ক্যারেক্টার বায়োগ্রাফি, চ্যালেঞ্জ মিশন ইত্যাদি। মূল গেমের পাশাপাশি সাইড মিশন খেলা যাবে বা মূল মিশন শেষ হওয়ার পরেও সেগুলো খেলা যাবে। গেম শেষে সাইড মিশন খেলার জন্য ব্যাটম্যান ও ক্যাটওম্যানের মাঝে পালাবদল করে নেয়া যাবে। দু'জনকে নিয়ে খেলার কৌশল আলাদা, তাই গেমে আগের গেমের তুলনায় ব্যাপক বৈচিত্র্যের দেখা মিলবে। সাইড মিশনগুলোতে লড়াই করতে হবে নামকরা আততায়ী ডেডশট, জেসাইস নামের পাগল খুনী, টু-ফেস, বেন ও আরো অনেকের সাথে। গেমে অনেক গ্যাজেট ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে গেম খেলার মজা বহুগুণে বেড়ে গেছে। সনিক ব্যাটারাং, ইলেকট্রিক শকার, রিমোট কন্ট্রোলড ব্যাটারাং, ব্যাটক্ল, স্মোক বম্ব, এক্সপ্লোসিভ জেল ইত্যাদি গ্যাজেট নিয়ে খেলার দক্ষতা আরো ভালোভাবে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে। প্রত্যেক কমব্যাটের পরে দেয়া হবে পয়েন্ট, যা পরে কমব্যাট স্টাইল, গ্যাজেট ও ব্যাটস্যুট আপগ্রেড করার কাজে লাগবে। গেমের আরো কয়েকটি ভালো দিক হচ্ছে দুর্দান্ত ফাইটিং টেকনিক, ক্রাইম-সলভিং সিকোয়েন্স, অসাধারণ ভয়েস অ্যাক্টিং, অসংখ্য ধাঁধা, বিপুল পরিমাণ আনলকেবল কনটেন্ট ইত্যাদি। গেমের ত্রুটিগুলোর মধ্যে রয়েছে-খুব সহজ বস ব্যাটল, গেমপ্লের ধাঁচ পুরনো গেমের মতোই প্রায়, হাই কনফিগারেশন পিসি রিকমেন্ডেশন ইত্যাদি। সব মিলিয়ে এটি বেশ ভালোমানের একটি গেম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, যা না খেললে মিস করবেন।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.৪ গিগাহার্টজ/এএমডি এথলন এক্সটু ৪৮০০+, মেমরি : ২ গিগাবাইট, গ্রাফিক্স হার্ডওয়্যার : ৫১২ মেগাবাইট (ন্যূনতম এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৮০০ জিটি/এটিআই রাডেওন এইচডি ৩৮৫০) ও হার্ডডিস্ক স্পেস : ১৭ গিগাবাইট। ■